'ছেলেটা'

স্বরূপ রঞ্জন দে
নবম শ্রেণী

তুতুনের মনটা আজকে খারাপ। কাল দার্জিলিঙে আসার পর থেকেই শরীরটা জ্বর-জ্বর লাগছে। তাছাড়া কাল রাত্তিরের বাবার বকাটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে মনটাকে ভীষন ব্যথা দিচ্ছে। শুধু শুধু ওর বাবা যে কেন বকলেন তা ও বুঝতে পারছে না.

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। কাল রাত্তিরে টয়লেটে ঢুকতেই একটা দুর্গন্ধ এসে লেগেছিল ওর নাকে। তখন কি আর টয়লেট করা যায়? বাবাকে ও কথাটা বলতেই ভীষণ বকা খেয়েছিল তুতুন।

না, কিছুতেই বকাটা ভুলতে পারছে না তুতুন। তাছাড়া ভোর বেলায় উঠে এই ঠায় বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেল ওর কখন যে ওদের জীপ আসবে। আজকে ওদের যাওয়ার কথা জলাপাহাড়ে! কি আর করবে ও? চুপ-চাপ বসে শৈলশহরের সৌন্দর্য দেখতে লাগলো। এরকম ভাবে ষ্টেশনে বসে থাকতে কারই বা ভাল লাগে? তাছাড়া টয়-ট্রেনের এই ষ্টেশনটো খুব বড় নয়। এন, এফ রেলওয়ে হলিডে

হোমের নীচেই এটা। দূরের পাহাড়গুলোতে আস্তে আস্তে রোদ লাগছে বরফঢাকা পাহাড় চূড়া গুলোতে নানা রঙের খেলা চলছে। তুতুনের শিশুমন সমস্ত দুঃখ ভুলে সেই অনাবিল সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলো।

হঠাৎ তুতুন চমকে উঠল। ওর পায়ে কি একটা ভিজা ভিজা জিনিষ লাগলো। দেখে ঝাঁটা দিয়ে একটা ছেলে ষ্টেশন পরিষ্কার করছে। ছেলেটার একটা পা ভাঙা। আর মুখটা কি সুন্দর মায়া ময়! সে একমনে ছেলেটার কাজ দেখতে লাগলো। তুতুনের ছেলেটাকে খুব ভাল লেগেছে। আছা ছেলেটাকে দেখতে ঠিক যেন রূপকথার অনুপকুমারের মত লাগলো না? তুতুন ভাবতে লাগলো। আস্তে আস্তে ওর মন চলে গেল রূপকথার স্বপ্নরাজ্যে।

কতক্ষণ যে ওভাবে ছিল তা তুতুন নিজেই জানে না ওর সম্বিৎ ফিরল একটা কর্কশ স্বরে, অ্যাঁ? পয়সা চাই? ঝাঁটা বুলালেই পয়সা? আমি গাছ লাগাই নাই। যাও, যাও যওসব্।" ওই ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করেই কথাটা বলা। ইস্। এই ছোট্ট ছেলেটাকে এমন করে বলা উচিত হয় নাই কি-সুন্দর পরিষ্কার করে দিলো ষ্টেশনটা আর পয়সা দেওয়ার বেলায় নাম নাই। তুতুনের ইচ্ছা করছে লোকগুলোকে 'সুপার ম্যানের' মত উড়ে গিয়ে ঘুসি দিয়ে আসে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তুতুন দেখে ছেলেটা ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সংগে সংগে তুতুন বাবাকে গিয়ে ধরে, "বাবা তুমি কিন্তু ছেলেটাকে পয়সা দেবে।" বাবা শুধু হেসে পকেট থেকে একটাকার একটা নোট বের করে ছেলেটাকে দিয়ে দিলেন। ছেলেটা একটু হেসে চলে গেল।

তুতুন খুব খুশি। ওই লোকগুলো যা করে নাই ওর বাবা সেই ভালো কাজটা করলেন। সত্যিই তো কজনই বা গরীবদের পয়সা দেয়, তাদের ভালবাসে। আজ ওর বাবাকে খুব ভাল লাগলো তুতুনের। বাবার জন্য গর্বে বুকটা দু হাত হয়ে গেল। সেই বুকে তখন আনন্দের জোয়ার বইছে। সেইজোয়ারে ভাসছে একটা ঝাড়ু হাতে ছোট ছেলে আর তুতুনের বাবা। হঠাৎ তুতুন অনুভব করল সেই বকার দুখঃটা আর ওর মনে নেই। ছেলেটা যেন ওর হৃদয়ে সংগে সংগে দুঃখ টাকেও নিয়ে গেছে। ও বাবার দিকে তাকালো। তার পর হঠাৎ গিয়ে ঝপিয়ে পড়লো বাবার কোলে। তুতুনের চোখে এখন জল। সেই জল আনন্দের।

ভালবাসা যদি পাইতে চাও।
প্রথমে সকলকে অন্তর দিয়া ভালবাসিও।
অপরকে সম্মান করিতে শিখিও।
তবেই অন্যে তোমাকে সম্মান করিবে

– হজরত মহম্মদ